যুগান্তর

তারিখ ... 12 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সের প্রশ্নপত্র ফাঁস

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীভুক্ত কলেজগুলোর দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার ইংরেজি বিষয়ের (আবশ্যিক) প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। রোববার সারাদেশে ওই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘটনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তবে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, ঘটনায় কর্তৃপক্ষ বিচলিত।

রোববার সকাল ১০টা থেকে ৩ ঘণ্টার ওই পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু তার আগেই প্রশ্নপত্র ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাতে চলে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। শনিবার মধ্যরাত থেকে ঢাকা কলেজ ও তিতুমীর কলেজের হোস্টেলগুলোতে অত্যন্ত চড়া দামে প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রের অফিসে এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে সংশ্লিষ্ট কলেজ, এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন কোন কোন কর্মকর্তা-অফিসারের পক্ষ থেকে টেলিফোন ও মোবাইল ফোনে তথ্য আসতে থাকে। অত্যন্ত

পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

ফাঁস : ইংরেজি প্রশ্নপত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সন্তর্পনে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিক্রির কাজ চলে। কিন্তু তারপরও বিষয়টি চাপা থাকেনি। রাতেই তা মোবাইল ফোনের বদৌলতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় রোববার সকালে পরীক্ষার আগে ময়মনসিংহ, নাটোর, জামালপুরসহ ঢাকার আশপাশ এলাকা থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর আসতে থাকে। উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে বেশকিছু কেন্দ্র থেকে অভিযোগ আসে। ময়মনসিংহেরই দুটি কেন্দ্র থেকে তার কাছে এ খবর আসে। রংপুর, কিশোরগঞ্জ, বরিশাল ও বগুড়া থেকেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পাওয়া গেছে। অভিযোগটি শক্তিশালী হওয়ায় প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক রায়হানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, সদ্য সমাপ্ত প্রথম বর্ষ অনার্স পরীক্ষারও ৫টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন উড়িয়ে দেয়। তখনও ঢাকা কলেজ হোস্টেল থেকে প্রশ্নপত্র বের হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। ওই সূত্রটি প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষকদের এজন্য দায়ী করে।

উপাচার্য বলেন, প্রশ্নপত্রের সঙ্গে প্রশ্নকর্তা, ৫ সদস্যের মডারেশন কমিটি এবং বিজি প্রেস জড়িত। ফাঁস হয়ে থাকলে এদের মধ্য থেকেই হতে পারে। তিনি বলেন, বিজি প্রেসে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। বিষয়টি বিশ্বস্ততার মধ্যে থাকে।

জানা গেছে, তদন্ত কমিটিকে দুটি বিষয় দেখতে বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— প্রশ্নপত্র আদৌ ফাঁস হয়েছে কিনা। আর হয়ে থাকলে এর জন্য কারা দায়ী।

রংপুর অফিস : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০৬ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ইংরেজি আবশ্যিক প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। রোববার রংপুর সরকারি কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এক ছাত্রের কাছে নকল ধরা পড়লে এ ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে ওই পরীক্ষা কেন্দ্রের পক্ষে উপাধ্যক্ষ মোজাহার আলী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি অবহিত করেন। ঘটনা জেলা প্রশাসক খন্দকার আতিয়ার রহমানকে জানানো হয়েছে।

এ নিয়ে রংপুরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎসের সন্ধানে মাঠে নেমেছে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস: গ্রেফতার ২

কিশোরগঞ্জ ব্যুরো জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত অনার্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। রোববার অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি প্রশ্নপত্রের ফটোকপি বিক্রি করার সময় শনিবার রাতে কিশোরগঞ্জ থানা পুলিশ শহরের হারুয়া এলাকা থেকে জাহাঙ্গীর আলম সজিব ও সাজেদুল করিম পাভেল নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। জব্দ করা হয়েছে একটি ফটোস্ট্যাট মেশিন। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে উদ্ধার করা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি (আবশ্যিক) প্রশ্নপত্রের ফটোকপির সঙ্গে গতকাল অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল রয়েছে। এ ব্যাপারে কিশোরগঞ্জ সরকারি গুরুদয়াল কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করা হয়েছে।

বরিশাল

বরিশাল ব্যুরো জানায়, বরিশালে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার নগরীর ৩টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ওই পরীক্ষার প্রশ্ন তিনদিন আগেই বরিশালে বিক্রি হয়েছে বলে দাবি করেছে পরীক্ষার্থীরা।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা যে প্রশ্নের মাধ্যমে গতকাল পরীক্ষা নেয়া হয় তা তিনদিন আগেই পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষার্থীর হাতে। সাধারণ ছাত্ররা ওই প্রশ্ন দেখে ভরসা না পেলেও গতকাল হলে গিয়ে হুবহু একই প্রশ্ন দেখতে পায় তারা। পরে বিষয়টি জানানো হয় ৩ পরীক্ষা কেন্দ্র বিএম কলেজ, বরিশাল কলেজ এবং মহিলা কলেজ কর্তৃপক্ষকে। তারা বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়েছেন বলে জানা গেছে।

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে আগাম প্রশ্নপত্র পাওয়া একাধিক পরীক্ষার্থী যুগান্তরকে বলেন, বাবুগঞ্জের চরসাধুকাঠি মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষক জাকির হোসেনের মাধ্যমে প্রথম ফাঁস হয় প্রশ্নপত্র। তিনি তার প্রাইভেট শিক্ষার্থীদের ওই প্রশ্নপত্র দেন। পরে তা ছড়িয়ে যায় অন্যদের মধ্যে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সব অভিযোগ অস্বীকার করে জাকির হোসেন বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

বগুড়া

বগুড়া ব্যুরো জানায়, বগুড়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজি আবশ্যিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। শনিবার সরকারি আযিযুল হক কলেজের আশপাশের এলাকায় এ প্রশ্ন বিক্রি হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সরকারি আযিযুল হক কলেজের ছাত্ররা জানায়, শনিবার বিকালে শহরে জহুরুলনগর, জামিলনগর, পুরান বগুড়া, শের-ই-বাংলানগর এলাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। ওই এলাকার ফটোস্ট্যাটের দোকানগুলোতে ভিড় দেখা যায়। তারা আরও জানায়, ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে গতকাল অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নের হুবহু মিল ছিল। শুধু ২০ নম্বরের ১নং প্রশ্নটি (প্যাসেজ) মিল ছিল না। প্রশ্নপত্রটি কে ফাঁস করেছে, বা কোথা থেকে আনা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।